শিবের ভৈরব-রূপে নানা স্থানে পূজিত হন।[১]

■ **(গ) মাতৃকা পূজা ও শাক্তধর্ম ঃ** প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পৃথিবীর নানাদেশে মাতৃপূজা চলে আসছে। ভারতের ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। **হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে** অসংখ্য অর্ধনগ্না নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। পণ্ডিতরা এগুলিকে ভূ-মাতৃকা বা মাতৃমূর্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। **বৈদিক সাহিত্যে** *অদিতি, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি* প্রভৃতি দেবীর উল্লেখ থাকলেও তাঁরা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। *মহাভারত*-এর দুর্গাস্তোত্রে দেবীকে 'অসুরবিনাশী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি ভক্তদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেন। *মার্কণ্ডেয় পুরাণে* বলা হচ্ছে যে মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শম্ভু-নিশম্ভু প্রভৃতি অসুরদের দ্বারা পরাজিত হয়ে দেবতারা দেবী চণ্ডীকে স্তবের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করলে তিনি অসুর-নিধন করেন।

মাতৃদেবীর উল্লেখ

হরপ্পার মাতৃমূর্তিগুলি হল প্রাণশক্তি ও প্রজননশক্তির প্রতীক। কৃষিজীবী সমাজে সন্তান-প্রসবিনী নারী ও শস্যদাতা বসুন্ধরা এক। এইভাবে লিঙ্গ ও যোনি পূজার সূচনা হয়। এভাবেই

---

১. বিশদ আলোচনার জন্য—*ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট*, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য,

Scanned with CamScanner

আসে মাতৃ-উপাসনা। চণ্ডী, গৌরী, চামুণ্ডা, পার্বতী, কালী, দুর্গা প্রভৃতি হলেন মাতৃদেবী। পরবর্তীকালে এইসব দেবীরা কোনও কোনও পুরুষ দেবতার পত্নী হিসেবে বিবেচিত হন। এর ফলে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁরা পুরুষ দেবতাদের 'শক্তি' অর্থাৎ তাঁদের কর্মক্ষমতার উৎস-রূপে পরিগণিত হন। শিবের পত্নী পার্বতী হলেন তাঁর ক্ষমতার উৎস। 'শক্তি'-র উপাসনা থেকে শাক্ত ধর্মের উৎপত্তি হয়। শক্তির দেবী হিসেবে কালী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, দুর্গা, উমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মাতৃদেবী

শক্তির দেবীদের দুই রূপ—শান্ত ও উগ্র। শক্তির শান্ত রূপ হলেন উমা, গৌরী, পার্বতী, ভবানী, অন্নপূর্ণা প্রমুখ। আবার তাঁর রুদ্র রূপ হলেন চামুণ্ডা, দুর্গা, কালী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা, মাতঙ্গী প্রমুখ। দেবী দুর্গার দুই রূপ। কার্তিক-গণেশের জননী হিসেবে তিনি শান্ত জননী। আবার রুদ্র রূপে তিনি মহিষাসুর-মর্দিনী।

দেবীর দুই রূপ

Scanned with CamScanner